দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 12 MAR 1995 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

সূর্যাস্ত আইন

কয়েকজন শিক্ষকের অভিমত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রীরা সূর্যাস্ত আইন তুলে দেয়ার আন্দোলন করছেন এই মুহূর্তে। কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছেন। আজ এই আইন সম্পর্কে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকের অভিমত তুলে ধরা হলো। সাক্ষাতকার নিয়েছেন আবদুল্লাহ আল মোহন।

ডঃ কাঞ্চন চৌধুরী

পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক এবং নওয়াব ফয়জুন্নেসা হলের প্রাক্তন প্রাধ্যক্ষ ডঃ কাঞ্চন চৌধুরীর মতে, সূর্যাস্ত আইনটি যুগোপযোগী নয়। যে সময়ে আইনটি তৈরি করা হয়েছিল তখন এর প্রয়োজন থাকলেও বর্তমানে সময়ের দাবিতে আইনটির পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। এই আইনটির পরিবর্তন আরও অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল। এটা স্বাভাবিক, ছেলেরা যতক্ষণ লাইব্রেরি ব্যবহারের সুযোগ পাবে ততক্ষণ মেয়েদেরও সেই সুযোগ পাওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসে মেধাবী, সংস্কারমুক্ত, পরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন সচেতন মেয়েরা। সূর্যাস্ত আইন পরিবর্তন করা হলেও মেয়েরা তাদের স্বকীয়তা-শালীনতা বজায় রেখে চলতে পারবে বলে আমি মনে করি।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সূর্যাস্ত আইনের পরিবর্তন করা হয়নি বটে, কিন্তু সে আইন মানা হয় না। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যাস্ত আইনটিকে সময়োপযোগী করে পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আচরেই উচিত বলে আমি মনে করি।

ডঃ কাঞ্চন চৌধুরী

অধ্যাপক মোঃ নূরুল ইসলাম

কলা ও মানবিক, অনুষদের ডীন, ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক মোঃ নূরুল ইসলাম সূর্যাস্ত আইন সম্পর্কে বলেন, সভ্যতার প্রারম্ভে যে আইন ছিল বর্তমানে তা যেমন নেই তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম যুগের সূর্যাস্ত আইন এখন আর প্রযোজ্য হতে পারে না। সময়ের বিবর্তনে এই আইনের অবশ্যই পরিবর্তন হওয়া উচিত। সূর্যাস্ত আইন পরিবর্তনের দাবি একটা সাধারণ স্বাধীনতার, মৌলিক অধিকারের দাবি।

অধ্যাপক মোঃ নূরুল ইসলাম

আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার ছায়ায় বসবাস করছি বলে বিভিন্ন মিডিয়ার প্রভাবে অবাধ মেলামেশার প্রবণতা বেড়েছে। সে কারণে গতানুগতিক নৈতিক ধারণা অনুযায়ী কিছু নৈতিক নিয়মশৃঙ্খলাহানিকর ঘটনা ঘটছে তা ঠিক সূর্যাস্ত আইনের কারণে নয়। সূর্যাস্ত আইন না থাকলেও ঘটবে। আমার ধারণা, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অবাধ মেলামেশার যে স্বাধীনতা তা সঠিকভাবে চললে তাদের মধ্যে নিজস্বভাবে এক ধরনের দায়িত্বজ্ঞান এবং সংযম কালক্রমে তৈরি হবে। সূর্যাস্ত আইন পরিবর্তন করা হলে ছাত্রীরা লেখাপড়াসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে যে স্বাধীনতা পাবে তাতে তাদের ম্যাচুরিটি তৈরি হবে, তারা 'ম্যাচিউরড' ব্যক্তিতে পরিণত হবে বলে আমি মনে করি।

অধ্যাপক আজিজুল হক

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক, বাংলাদেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতির প্রাক্তন সভাপতি, সরকার ও রাজনীতি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক অধ্যাপক আজিজুল হক জানালেন, সূর্যাস্ত আইনটি বাতিল করা উচিত। কারণ এটি বর্তমান যুগোপযোগী নয়। খারাপ কোন কিছু করতে চাইলে তা দিনের বেলাতেও করা সম্ভব। ছাত্রীদেরও সমান অধিকার রয়েছে ছাত্রদের সমান লাইব্রেরিতে লেখাপড়া করার, কাজ করার। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা ছাত্রীরা প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে। তারা নিজেদের নিরাপত্তার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন। ভোটাধিকারী ছাত্রীরা বাস্তববাদী, চিন্তাশীল হয়ে থাকে বয়সের কারণেই। তাই তাদের প্রতি বৈষম্য দেখানো মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল। নৈতিকতার নামে ছাত্রীদের ওপর প্রযোজ্য রয়েছে সূর্যাস্ত আইন। কিন্তু নৈতিকতার দোষ কি

অধ্যাপক আজিজুল হক

শুধুই ছাত্রীদের? বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা কি এই দোষ থেকে মুক্ত? বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা ছাত্রীটি নিজের ভালমন্দ বোঝার, সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা অর্জন করে। তারা নিজের নিরাপত্তার, সম্মান বজায় রেখে চলার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন বলে আমি মনে করি। সভ্যতার পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রচলিত আইনেরও ব্যাপক পরিবর্তন হয়ে থাকে। আগে সহশিক্ষাকে নৈতিকতার নামে বিরোধিতা করা হতো। আজ যেমন সহশিক্ষার সুফল পাওয়া যাচ্ছে তেমনি সূর্যাস্ত আইন পরিবর্তন করলে তার সুফলও সমাজ পাবে বলে আমার বিশ্বাস। দেশের প্রধানমন্ত্রী একজন মহিলা হিসাবে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী পালন করতে পারলে, ছাত্রীরাও স্বাধীনতার সম্মান যোগ্যতাবেই রক্ষা করতে পারবে। যে সমাজের শিক্ষকরা নৈতিকতাবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত, ছাত্ররা সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি, সূর্যাস্ত আইন বাতিল করে সমাজের ঐ সব অবক্ষয়রোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী বলে আমি মনে করি।